যুগান্তর

তারিখ: 24 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

৮ বছর পরের চিত্র

সৃজনশীল বোঝেন না ৫৪ ভাগ শিক্ষক

মুসতাক আহমদ

মাধ্যমিক স্কুলের ৫৪ শতাংশ শিক্ষক এখনও সৃজনশীল পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারেননি। এদের মধ্যে প্রায় ২২ শতাংশ শিক্ষকের অবস্থা খুবই নাজুক। এ ধরনের শিক্ষকরা নতুন পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্রও তৈরি করতে পারেন না। বাকিরা এ সম্পর্কে যে ধারণা রাখেন, তা দিয়ে আংশিক প্রশ্নপত্র তৈরি করা সম্ভব নয়। সরকারের সর্বশেষ 'একাডেমিক তদারকি প্রতিবেদনে' এ তথ্য উঠে এসেছে। ২০১৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সৃজনশীল পদ্ধতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে তৈরি প্রতিবেদনটি গত সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে। নতুন বিষয়টির ওপর এটিই সর্বশেষ প্রতিবেদন। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মনিটরিং শাখা প্রতিবেদনটি তৈরি করে। সৃজনশীল পদ্ধতির

সরকারি তদারকি প্রতিবেদন

শিক্ষক : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

শিক্ষক : সৃজনশীল বোঝেন না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বাস্তবায়ন হার এক বছরে নিম্নমুখী হয়েছে। ২০১৪ সালের নভেম্বরের রিপোর্ট অনুযায়ী এ হার ছিল ৫৭ শতাংশ। এ বছরের প্রতিবেদনের সঙ্গে তুলনামূলক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, এক বছরে সৃজনশীলের বাস্তবায়ন হার তিন শতাংশ কমেছে।

এ প্রসঙ্গে সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নকারী মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন কর্মসূচির (সেসিপ) যুগ্ম পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) রতন কুমার রায় যুগান্তরকে বলেন, 'প্রতিমাসে আমরা এই সমীক্ষা করে থাকি। আসলে বাস্তবায়নের হার কোনো মাসে বৃদ্ধি পায়, কখনও কমে। আমরা এর কারণ অনুসন্ধান করছি।' তিনি বলেন, 'সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষকের প্রশ্নপত্র তৈরির সক্ষমতা অর্জনের পথে প্রধান বাধা হচ্ছেন শিক্ষক সমিতির একশ্রেণীর অসাধু নেতা। এরা স্কুলগুলোকে জোরপূর্বক প্রশ্নপত্র কিনতে বাধ্য করে। আমরা যত শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছি তাতে বাস্তবায়নের হার এমন হওয়ার কথা নয়।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের কাজ— পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা। এতে কোনো অনিয়ম থাকলে অ্যাকশন নেয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। সেটা মন্ত্রণালয় বা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরকে (মাউশি) করতে হবে।' তবে রতন কুমার রায়ের এ বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি একমত নন মাঠপর্যায়ের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তারা। তারা তদারকি প্রতিবেদনের সঙ্গেও একমত নন। নাম প্রকাশ না করে একাধিক উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রতিবেদনটি মনগড়া। বাস্তবে সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নের হার আরও করুণ। ৪৬ নয়, সর্বোচ্চ ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ শিক্ষক এ পদ্ধতি বোঝেন। বাকিরা বোঝেন না। তারা বলেন, একশ্রেণীর শিক্ষক সমিতির নেতা হয়তো তাদের কাছ থেকে প্রশ্ন কিনতে বাধ্য করেন, কিন্তু শিক্ষকরা নিজেরা প্রশ্ন বুঝলে কেউই হয়তো অন্যের দ্বারস্থ হতেন না।

২০০৮ সালে দেশে মাধ্যমিক স্তরে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়। এ লক্ষ্যে ২০০৭ সালের ১৮ জুন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল। ২০১০ সালে বাংলা এবং ধর্ম বিষয়ে এ পদ্ধতিতে প্রথম এসএসসি পরীক্ষা নেয়া হয়। কিন্তু নতুন এ পদ্ধতি প্রবর্তনের আট বছর পেরিয়ে গেলেও শিক্ষকরা এখন পর্যন্ত তা আয়ত্ত করতে পারেননি। এমন পরিস্থিতির কারণে গত বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে বলা হয়েছে, সৃজনশীলে প্রশ্ন করতে না পারলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও কেড়ে নেয়া হবে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এএস মাহমুদ শনিবার রাতে যুগান্তরকে বলেন, 'সরকারি নির্দেশনার পরও কেউ বা কোনো প্রতিষ্ঠান সৃজনশীলের পরীক্ষার প্রশ্ন নিজেরা না করে বাইরে থেকে কিনে থাকলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই অ্যাকশন নেয়া উচিত। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা আছে। আমরা বিষয়টি বাস্তবায়নের দিকে যাব।'

'একাডেমিক সুপারভিশন রিপোর্ট' (একাডেমিক তদারকি প্রতিবেদন) অনুযায়ী, সারা দেশে বর্তমানে মাধ্যমিক স্কুল আছে ১৮ হাজার ৫৯৮টি। এর মধ্যে সাত হাজার ৬৭২টি স্কুল পরিদর্শন করা হয়েছে। গত বছরের বার্ষিক পরীক্ষার আগে ও অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার পরে (গত অক্টোবরে) এ পরিদর্শন চালানো হয়। এতে দেখা গেছে, এক হাজার ৬৫৫টি প্রতিষ্ঠান বাইরে থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করেছে। অবশ্য তিন হাজার ৫৫০টি প্রতিষ্ঠান সব প্রশ্নপত্র নিজেদের শিক্ষকদের দিয়েই করাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এক হাজার ৯৮৪টি প্রতিষ্ঠান আংশিক প্রশ্ন বাইরে থেকে সংগ্রহ করেছে। এ প্রতিবেদন অনুযায়ী, সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নের হার দেশের ৯টি অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে বরিশাল। সেখানে ৫১ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা সৃজনশীলে প্রশ্ন করতে পারেন না। প্রতিষ্ঠানগুলো বাইরে থেকে প্রশ্ন কেনে। তবে ভালো অবস্থানে সিলেট অঞ্চল। সেখানে সৃজনশীলে প্রশ্ন করতে না পারা প্রতিষ্ঠান ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। ঢাকা অঞ্চলের ২১ দশমিক ৪৮ শতাংশ এখনও সৃজনশীলের প্রশ্ন বাইরে থেকে কেনে।

সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নের এমন করুণ চিত্র সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষকরা বলছেন, মূল সমস্যা প্রশিক্ষণের ঘাটতি। সরকার থেকে এ বিষয়ে সব শিক্ষককে এখন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। যে ক'জন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাও পর্যাপ্ত নয়। মাত্র তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমদিন ও শেষ দিন আসা-যাওয়ার মধ্যে কেটেছে। সেই হিসাবে প্রশিক্ষণ হয়েছে মাত্র একদিন। সম্প্রতি আলাপকালে মাউশির পরিচালক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান এ বাস্তবতা স্বীকার করেছেন।

সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য যে কটি উদ্দেশ্য মোটা দাগে প্রচার করা হয় তার অন্যতম হচ্ছে শিক্ষার্থীদের গাইড বই ও কোচিং-নির্ভরতা কমানো। কিন্তু বর্তমানে কেবল শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষকরাও গাইড-নির্ভর হয়ে পড়েছেন। জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. রতন সিদ্দিকী সম্প্রতি আলাপকালে যুগান্তরকে বলেন, 'আমি নরসিংদী একটি কলেজে ঝটিকা পরিদর্শনে যাই। গিয়ে দেখি একজন শিক্ষক মলাট দেয়া বই দেখে পড়াচ্ছেন। তার বইটি হাতে নিয়ে দেখি সেটি একটি গাইড বই।' ড. সিদ্দিকী বলেন, এই শিক্ষক সৃজনশীল বোঝেন না বলেই গাইড দেখে ক্লাস নিচ্ছিলেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, দেশে এমপিওভুক্ত স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ প্রায় ২৮ হাজার। এর বাইরে আরও ১০ হাজার বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে এক কোটি ৩৫ লাখ শিক্ষার্থী। সারা দেশে প্রায় ৫ লাখ এমপিওভুক্ত এবং এমপিওবিহীন প্রায় এক লাখ ২০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী আছেন।